R. N. No. 2532/57 Ph. : 66228 (P.), 67228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. Tech./WB/RNP 214/2002

মার্বেল সেন্টার
প্রযত্নে—উল ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা
(রাজা মার্কেট)
মার্বেল, গ্লেজড টালি, কাঁচ, প্লাই, পাম্প, মোটর, পাইপ ও SINTEX দরজা সরবরাহকারী
ফোন : ৬৬৩৯৯

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন : ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৯শ বর্ষ
৭ম সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৮ই আষাঢ়, বুধবার, ১৪০৯ সাল।
৩রা জুলাই, ২০০২ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

বাঁশ ঠেকা দিয়ে বিপজ্জনক অবস্থায় মহকুমা আদালত ভবনে এজলাস চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতের ফার্স্ট মুন্সেফের এজলাস ভবনটি উপযুক্ত সংস্কারের অভাবে বর্তমানে বিপজ্জনক বলে বিজ্ঞপ্তি জারী করলেন আদালত কর্তৃপক্ষ। আদালত সূত্রে জানা যায়, কয়েক মাস ধরে বিচারকরা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা পি ডব্লু ডি এবং মহকুমা শাসককে বার বার জানিয়েও কোন ফল পাননি। বাধ্য হয়ে আদালতের মুখ্য ভবনের বারান্দার কিয়দংশ বিপজ্জনক, সেখানে কারো যাতায়াত বা দাঁড়ানো নিষিদ্ধ বলে বিজ্ঞপ্তি ঝুলিয়ে দিয়েছেন আদালত কর্তৃপক্ষ। এছাড়া ফার্স্ট মুন্সেফের এজলাস ঘরের অবস্থা সঙ্গীন হওয়ায় সেখানে এগারটি বাঁশের খুঁটি ঠেকা দিয়ে কোন রকমে ঘরের ছাদ ধরে রাখা হয়েছে। এজলাসের পাশের ঘর থেকে (শেষ পৃষ্ঠায়)

সৎমার টাকা আত্মসাৎ করতে না পেরে ঘরে আগুন তিনজনের মর্মান্তিক মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের জোতকমল গ্রাম পঞ্চায়েতের ওসমানপুর গ্রামে গত ২৭ জুন রাতে অগ্নিদগ্ধ হয়ে তিনজনের মৃত্যু হয়। জানা যায়, ওসমানপুর ঘাসপাড়ার মৃত একরাল সেখের দ্বিতীয়া স্ত্রী নিঃসন্তান রাজেমা বিবির (৫০) বাড়ীতে গত ২৭ জুন তাঁর ছোট বোন মমতাজ বিবি স্বামী মন্টু সেখ ও তাঁদের দুই মেয়ে রুবিনা (১২), রোজিনা (১০) এবং রাজেমার অন্য এক বোনের ছেলে ফিরোজ (১০) বেড়াতে আসে। রাজেমার বৃদ্ধা মা মাজরা বিবি (৭০) এখানেই মেয়ের কাছে থাকতেন। ঘটনার দিন গভীর রাতে কে বা কারা রাজেমার টাটীর ঘরে আগুন লাগিয়ে বাইরে থেকে দরজায় শিকল তুলে দেয়। ঘুমন্ত (শেষ পৃষ্ঠায়)

মামলা মোকর্দ্দমায় মনিগ্রাম পঞ্চায়েতে কাজকর্ম্ম শিকেয় উঠেছে, হাতাতাতিতে আবার সভা ভণ্ডুল

নিজস্ব সংবাদদাতা : দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সমস্যা ও দুর্নীতির অভিযোগে মামলা মোকদ্দর্মায় জর্জরিত মনিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কোন কাজ হচ্ছে না। সিপিএমের রেখা মাল কাগজে কলমে প্রধানের দায়িত্ব পেলেও, তাঁর দায়িত্ব নেবার পর থেকেও এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজকর্ম বন্ধ। পুলিশ ডেকে সভার পর সভা করে বা ভন্ডুল করে পঞ্চায়েতে এক ডামাডোলের রাজত্ব চলছে। পঞ্চায়েতে কর্মসহায়ক নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগে বিডিও স্বরূপ শিকদার এবং সভাপতি আশীষ ব্যানার্জীর বিরুদ্ধে তদন্ত চলছেই। এরই মধ্যে গত ১২ জুনের পর ২৭ জুন মনিগ্রাম পঞ্চায়েতের জরুরী সভা (শেষ পৃষ্ঠায়)

সি এস টি সি বাস ডাকাতিতে ১ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা লুঠ

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২৬ জুন রাতে ৩৪ নং জাতীয় সড়কে সুতী থানা এলাকায় সি এস টি সি (No. WB 04 B 7667) বাসে ডাকাতি হয়। বাসটি কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি যাচ্ছিল। জানা যায়, দুষ্কৃতীরা উমরপুর থেকে যাত্রী হয়ে ঐ বাসটিতে উঠে আহিরণ পার হবার পর রিভলবার দেখিয়ে যাত্রীদের কাছ থেকে ১ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা ও কিছু অলঙ্কার ছিনিয়ে নেয়। বাসে ১৫ থেকে ২০ জন যাত্রী ছিলেন। বাধা দিতে গিয়ে দুষ্কৃতীদের রিভলবারের বাঁটের আঘাতে এক বাসযাত্রী জখম হন। দুষ্কৃতীরা সামসেরগঞ্জ (শেষ পৃষ্ঠায়)

মাধ্যমিকে একজন পরীক্ষার্থীও পাশ করতে পারেনি

নিজস্ব সংবাদদাতা : সরকার থেকে যখন শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রাইভেট টিউশন বন্ধ করে দিয়ে স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের প্রতি বিশেষ নজর দিতে ফতোয়া জারী করা হচ্ছে, সেই সময় নির্দিষ্ট সময়ে স্কুলে না আসায় এবং শিক্ষিকার অভাবে ঠিক মতো ক্লাস না হওয়ায় ধুলিয়ানের বাণীচাঁদ আগরওয়ালা বালিকা বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শিকেয় উঠেছে। স্কুলে নিয়ম শৃঙ্খলা বলতে কিছু নেই। যার ফলে সাম্প্রতিক মাধ্যমিকের ফলাফল অভিভাবকদের হতাশ করেছে। জানা যায়, এবারে সতেরজন পরীক্ষা দিয়েছিল কিন্তু একজন পরীক্ষার্থীও পাশ করতে পারেনি।

বিশেষ আকর্ষণ—৪০০ থেকে ৭০০ টাকায় মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী
মির্জাপুরের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান নিরঞ্জয় বাঘিড়া এণ্ড সন
(নিরঞ্জয় বাঘিড়া প্রথম ঘর) (প্রোঃ নিরঞ্জয় বাঘিড়া
সব রকমের সিল্ক শাড়ী, কাঁথাষ্টিচ, তসর ও কোড়া থান, কোরিয়াল, জামদানী, জোড় এবং ব্যাঙ্গালোরের মোহিনী বর্ডার শাড়ী পাইকারী দরেই খুচরো বিক্রী করা হয়। এছাড়া ১৭৫ থেকে ২০০ টাকার মধ্যে নানা ডিজাইনের চুড়িদার পাওয়া যাচ্ছে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
মির্জাপুর, পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন : এসটিডি ০৩৪৮৩ / ৬২১২৯

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৮ই আষাঢ় বুধবার, ১৪০৯ সাল।

॥ মর্মান্তিক মৃত্যু ॥

গত ২৫ জুন সকাল প্রায় ১১টার সময় সামসেরগঞ্জ থানার কামালপুর গ্রামের বাড়ী হইতে নির্মতিতা রেজিস্ট্রি অফিস আসার পথে 'নয়া তালাসী' পত্রিকার সম্পাদক আইনজীবী আশিক হোসেন 'আনন্দধাম' আশ্রমের নিকট প্রকাশ্য রাস্তায় দুষ্কৃতীদের আক্রমণে প্রাণ হারান। আততায়ীরা ভোজালি দিয়া তাঁহাকে কোপের পর কোপ মারে এবং তাঁহার হাত ও পায়ের শিরা কাটিয়া দেয়। আশিক হোসেন ঘটনাস্থলেই মারা যান।

খবরে প্রকাশ, পরদিন অর্থাৎ ২৬ জুন 'স্নিফার ডগ' নামান হয়। অকুস্থলে প্রাপ্ত ব্যাগ ও চটির গন্ধসূত্রে পুলিশকুকুর শেরপুর গ্রামের তোজাম্মেল হক, মতিউর রহমান ও আলমগীর সেখের বাড়ীতে হাজির হয়। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য উক্ত তিনজনকেই আটক করিয়াছে। কাহারা খুনী, তাহা আমাদের এই নিবন্ধ লিখিবার সময় পর্যন্ত নিশ্চিত করিয়া জানা যায় নাই।

প্রয়াত আশিক হোসেন পতাকা বিড়ি কর্মচারী ইউনিয়নের মুখ্য উপদেষ্টা ছিলেন। এই বিড়ি কোম্পানীর চৌদ্দজন ছাঁটাই কর্মীকে পুনর্বহাল করিবার জন্য তিনি বেশ কিছুদিন হইতে নাকি চেষ্টা করিতেছিলেন এবং এই সুবাদে পতাকা বিড়ি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁহার ইউনিয়নগত একটা মনোমালিন্য চলিতেছিল বলিয়া জানা যায়। তবে কী সূত্রে তাঁহাকে এমনভাবে মৃত্যুবরণ করিতে হইল, তাহা এখনও রহস্যাবৃত। কোনও স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী অথবা চোরাচালানকারীর দল এই হত্যার সঙ্গে জড়িত কিনা, তাহা নাকি পুলিশ খতাইয়া দেখিতেছে। আশিক হোসেন তাঁহার 'নয়া তালাশী' পত্রিকায় কোনও বিতর্কিত বিষয় ধারাবাহিকভাবে লিখিবার জন্য মৃত্যুবরণ করিয়াছেন কিনা, তাহাও অজ্ঞাত। স্থানীয় লোকজন নাকি নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে এই খুনের বিষয়ে মুখ খুলিতে নারাজ। প্রত্যক্ষদর্শী অনেকেই চুপচাপ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আইনজীবী হইলেও আশিক হোসেন জীবিকার কারণে নির্মতিতা রেজিস্ট্রি অফিসে দলিল লেখক ছিলেন। তাঁহার অপ্রত্যাশিত মর্মান্তিক মৃত্যুতে নির্মতিতা দলিল লেখক সমিতি গত ২৬ জুন একদিনের কর্মবিরতি পালন করে। একই দিনে জঙ্গিপুর বারে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয় এবং আশিকের মৃতদেহ লইয়া আইনজীবীদের এক শোকমিছিল শহর পরিক্রমা করে। জেলার ও এই মহকুমার সাংবাদিকেরা জেলাশাসক ও জেলা পুলিশ সুপারের নিকট স্মারকলিপি দিয়াছেন। খবরে আরও জানা যায় যে, জঙ্গিপুর মহকুমা পুলিশ প্রশাসক দৃঢ়তার সঙ্গে বলিয়াছেন যে, এই হত্যারহস্য তাড়াতাড়ি উদ্ঘাটন করা সম্ভব হইবে। নিষ্ঠুর হত্যাপরাধীরা উপযুক্ত শাস্তি লাভ করুক, আমাদের সহযোগীর আকস্মিক অকালমৃত্যুর জন্য আমরা দাবী করিতেছি।

জীবনবীমার সৌজন্যে আলো

কৃশানু ভট্টাচার্য্য

ওদের জীবনে আলো ছিল না এতো দিন—ওদের বলতে মৃণালকান্তি স কিংবা সুমাল খান কিংবা সৌমেন শাহ। কলকাতার সেন্টজেভিয়াস কলেজ থেকে কমার্স স্নাতক মৃণাল নানা দরজায় প্রত্যাখ্যাত হতে হতে শেষ পর্যন্ত বেছে নিয়েছিলেন রেল হকারী, ভেবে নিয়েছিলেন এই-ই বোধহয় জীবনের ভবিতব্য। কারণ যে দেশে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিরাই চাকরী পায় না, সে দেশে অন্ধর চাকরী পাওয়া নিতান্তই উচ্চাশা। সেই সময়ই ভারতীয় জীবনবীমা নিগম মৃণালের জীবনে আলো এনে দিল। এখন মৃণালের রোজগার মাসে গড়ে হাজার পাঁচেক টাকা। এ বছর মৃণাল ৪৫টি পলিসি বিক্রি করে সংগ্রহ করেছে ৭৫ হাজার টাকা। বীমাকৃত রাশির পরিমাণ ২৬ লক্ষ টাকা। ভারতের সর্বপ্রথম অন্ধ এজেন্ট মৃণালকে প্রশিক্ষণ দিতে ভারতীয় জীবনবীমা নিগম বা এল আই সি'র অনুরোধে এগিয়ে এসেছে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের লোকশিক্ষা পরিষদ। মৃণালের দেখাদেখি সৌমেন কিংবা সুমালকেও জীবনের নতুন আলো দেখিয়েছে এল আই সি। স্বজনহারাদের জীবনে আলো এনে দিতে তো এতোদিন জীবনবীমার কোন বিকল্পই ছিল না। কিন্তু অন্ধদের জীবনে আলো এনে দিয়ে এল আই সি প্রমাণ করে দিয়েছে দেশের শিক্ষিত বেকারদের কয়েক লক্ষকে সৎ উপায়ে স্বাবলম্বী করার কাজেও তারা পিছিয়ে নেই। ধন্যবাদ পাবেন এল আই সি-র যাদবপুর শাখার উন্নয়ন আধিকারিক ডি দাশগুপ্ত। তাঁর তৎপরতায় মৃণালরা আজ এল আই সি-র এজেন্ট। তবে এতো আলোর মাঝেও একটু অন্ধকার আছে। বর্তমানে এজেন্টদের নিয়োগ নিয়ে বীমা নিয়ন্ত্রক সংস্থা বা আই আর ডি এ যে নতুন নিয়ম চালু করেছে তাতে আর অন্ধদের নতুন করে এজেন্ট হিসাবে নিয়োগ করা যাচ্ছে না। তবে চেষ্টা করতে হবে দ্রুত যাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিরা তাদের অন্তরের দৃষ্টি ফিরে পান। ফিরে পান সুস্থতা।

মূষিক-মুনি-মানুষ

হরিলাল দাস

সেই যে সেকেলে গল্পটা জানেন তো, বেড়ালের তাড়া খেয়ে ইঁদুরটা মুনিবরের শরণ নিলে তাকে অভয় দিতে তিনি মন্ত্রবলে বেড়াল করে দিলেন। বেড়ালের আবার ভয় কুকুরকে। তা হলে মুনির দয়ায় সে কুকুর রূপ পেয়ে যায়। তাতেও হল না—কুকুরের ভয় বাঘকে; পরিণামে বাঘ হল।

লোকে বলাবলি করেন—এই সেই ইঁদুর যাকে মুনি কৃপাবশে বাঘ করেছেন। এতে বাঘরূপী ইঁদুরের প্রেস্টিজে লাগে। তাই সে মতলব করল মুনিকেই গিলে খাবে। কিন্তু যেই না সে মুনিকে আক্রমণ করতে উদ্দত হয়েছে, অমনি মুনি তাকে 'তিষ্ঠ' বলে স্ট্যাচু করে দিলেন।

এরপর মুনি তপোবনের সকল পশু-পাখিকে ডেকে এক সভা করলেন। সভায় স্থির হল মূষাব্যাঘ্রের শাস্তি হোক এবং মুনিই যে শাস্তি বিধান করবেন তা সর্ব-সম্মত। সভা ভেঙে গেলে মুনি ভাবতে বসলেন। অনেক ভেবে স্থির করলেন আর সেই মূষাবাঘকে মানুষ করে দিলেন।

এই গল্পটি আমার স্বপ্নপ্রাপ্ত। যিনি অবিশ্বাস করবেন তাঁর মুখাবয়ব বদলে যাবে।

তুমি এলে লাস কাটা ঘরে

('নয়া তালাসী'র সম্পাদক
আশিক হোসেন স্মরণে)

মোঃ আবদুল্লাহ্ মোল্লা

ভাবতেও পারিনি কোন দিন
এমন অসময়ে, বড় অবেলায়
ক্ষত বিক্ষত রক্তাক্ত কলেবরে,
আসবে নীরবে তুমি,
লাস কাটা ঘরে।
বাক্যহীন, বোবা মুখ
নিথর শরীর—
অস্ফুটে বলতে যেন চায়ঃ
মানুষের কথা, জীবনের কথা।
যদিও লাস কাটা ঘর জুড়ে
শুধু শীতল নীরবতা।
তোমার ঐ বিক্ষত ঠোঁটে
বিদ্রূপের হাসি মরণের প্রতি।
যেন বলেঃ আমি নেই, ক্ষতি নেই কিছু।
তোমরা তো আছো, আছে কাজ বাকী।
জেনো, মানুষের কথা বলে যারা
নয় তারা নিঃসঙ্গ একাকী।

পরিত্যক্ত বাড়ী থেকে ৭১টি তাজা বোমা উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ৩৪ নং জাতীয় সড়ক থেকে সামান্য দূরে ফরাক্কা থানার ভবানীপুর গ্রামের এক পরিত্যক্ত বাড়ী থেকে পুলিশ গত ২৪ জুন ৭১টি তাজা বোমা উদ্ধার করে। অনুসন্ধানে জানা যায়, বাড়ীটির মালিক জনৈক মোদী পাঞ্জাবী কয়েক বছর আগে মারা যাবার পর বাড়ীটি একরকম পরিত্যক্ত অবস্থায় থেকে যায়। মোদীর দুই ছেলে বাইরে হকারী করে দিনপাত করেন বলে খবর। পুলিশের সন্দেহ ঐ এলাকায় ডাকাতি বা রাজনীতির প্রয়োজনে ঐ পরিত্যক্ত বাড়ীতে বোমাগুলো মজুত রাখা হয়। তদন্ত চলছে।

দুগ্ধ উৎপাদক সমিতির সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘি ব্লকের বালিয়া দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি ভাগীরথী দুগ্ধ প্রকল্পের সহযোগিতায় সম্প্রতি রামনগর শিবতলা প্রাঙ্গণে উন্নতমানের এক গাভী প্রদর্শনীর আয়োজন করে। ভাগীরথীর পশু চিকিৎসকেরা গাভীগুলোকে পরীক্ষা করে দেখেন। যে সব দুগ্ধ উৎপাদক গাভীদের বিশেষ পরিচর্যা করেছেন তাঁদের সমিতি থেকে পুরস্কৃত করা হয়। পাশাপাশি সেদিনের অনুষ্ঠানকে আকর্ষণীয় করতে ক্যুইজ, রাস্তাদৌড়, হাঁড়িভাঙ্গা, দড়ি টানাটানি এবং সমবায়ের পক্ষে ও বিপক্ষে এক বিতর্ক প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়। ঐ অনুষ্ঠানে বালিয়া দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতির সেক্রেটারী ভরত দাস জানান, মুর্শিদাবাদ জেলার ৪০০ দুগ্ধ উৎপাদকের মধ্যে এটি দ্বিতীয় স্থানে। এখান থেকে দৈনিক ৮৬০ লিটার দুধ যায় এবং গোখাদ্য বিক্রী হয় ১৩০ বস্তা। প্রতি বছর দুগ্ধ উৎপাদকদের বোনাসও দেয়া হয়। গত বছর ৮৬,০০০ টাকা লাভ হয়েছে সমিতির। ঐ সমিতির চেয়ারম্যান শচীন্দ্রনাথ দাস জানান, যাঁরা বিজ্ঞানসম্মতভাবে গরুর পরিচর্যা ও যত্ন নেবেন, উৎপাদন বাড়াতে সক্ষম হবেন তাঁরা পরিশ্রমের ফসল হিসাবে বোনাসও পাবেন।

চোরাই শিশুগাছ চাপা পড়ে এক কাঠ চোরের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সুতী থানার ভৈরবটোলা (লবণচোয়া) গ্রামের তমাল দাসের ছেলে অজয় (২২) কাঠ চুরি করতে গিয়ে শিশু গাছ চাপা পড়ে গত ১২ জুন মারা যায়। জানা যায়, গত ১১ জুন গভীর রাতে জঙ্গিপুর ব্যারেজের গাঙ্গিন এলাকার ফরেষ্টে ১৯/২০ জন কাঠ চোর শিশু গাছ কাটার সময় অন্ধকারে একটি বড় গাছ চাপা পড়ে ভৈরবটোলার অজয় দাস গুরুতর জখম হয়। তাকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে আশংকাজনক অবস্থায় বহরমপুর নিয়ে যাবার পথে অজয় মারা যায়। দিনের পর দিন জঙ্গিপুর ব্যারেজ এলাকার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বৃক্ষ নিধন যজ্ঞ চললেও এর প্রতিকারে ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ বা মহকুমা প্রশাসন কারো কোন মাথা ব্যথা নেই।

ফুলতলা এলাকায় পানীয় জলের ব্যাপক অভাব

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ শহরের ব্যস্ত এলাকা ফুলতলা এলাকায় বর্তমানে কোন পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। একটা টিউবওয়েল ছিল সেটি ব্রীজ তৈরীর সময় তুলে ফেলা হয়। ব্রীজ চালু হলেও টিউবওয়েলটি আর বসেনি। পুরসভার পাইপ লাইনের জল দুটি সময়ের জন্য রঘুনাথগঞ্জ এলাকায় চালু থাকলেও সে জল পানীয় হিসাবে কেউই ব্যবহার করে না। সে কারণে ফুলতলার পথচারী বা বাসযাত্রীদের জন্য টিউলওয়েলের জরুরী প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এছাড়া ফুলতলা থেকে শহরে ঢোকার রাস্তায় কামারপট্টী পর্যন্ত কোথাও কোন প্রস্রাবাগার নেই। ঐ এলাকার ব্যবসাদার বা পথচারী সকলেই এর অভাব অনুভব করছেন। ১৯ এবং ২০ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার বা পুর কর্তৃপক্ষের এ ব্যাপারে চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন আছে।

খেলব নাকো
আগুন নিয়ে,
ভাই-এর রক্তে
হাত রাঙিয়ে

ছোট তিতাম। যাদের সঙ্গে স্কুলে যায়
সেই আলি, রহমান, জেমস কিম্বা সুখবিন্দার
ওর প্রাণের বন্ধু। ওর ভাই-এর মতো।
মৌলবাদের বিষ বাষ্পে বিষিয়ে যায়নি
ওদের ফুলের মতো নিষ্পাপ মনগুলো।
কারণ পশ্চিমবঙ্গের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ
গত দুই দশকের বেশি সময় ধরে বারে বারে
রুখে দাঁড়িয়েছেন মৌলবাদী শক্তির বিরুদ্ধে।
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ক্ষেত্রে এ রাজ্যের ঐতিহ্য
আজ দেশের কাছে উদাহরণ। আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ
তিতাম, আলি, সুখবিন্দার, জেমসদের হাতে
থাকবে কলম, খাতা আর ফুল। রক্তের দাগ নয়।

॥ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ॥

স্মারক সংখ্যা—৩৫৯(৩৪)/তথ্য/মুর্শিঃ তারিখ—২৭-৬-২০০২

॥ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ॥

সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প

আধিকারিকের করণ

সুতী-১ সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প

পোঃ আহিরণ ★ জেলা মুর্শিদাবাদ

স্মারক সংখ্যা ঃ ১৩৪/আই সি ডি এস/সুতী-১/আহিরণ

তারিখ—২৫/০৬/২০০২

বিজ্ঞপ্তি

সুতী-১ নং সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পের অন্তর্গত শিশু খাদ্য সংরক্ষণের জন্য ভান্ডাররক্ষক এবং গুড় সরবরাহ করিবার জন্য দরপত্র আহ্বান করা হইতেছে। দরপত্র গ্রহণের তারিখ আগামী ৩১/০৭/২০০২। দরপত্র সমন্বলিত কাগজপত্র নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিস থেকে সরবরাহ করা হইবে ০৯/০৭/২০০২ তারিখ থেকে ৩০/০৭/২০০২ তারিখ পর্যন্ত (ছুটির দিন ব্যতীত)। বিশদ বিবরণের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

২৫/০৬/২০০২

পার্থসারথি বসু
শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প আধিকারিক
সুতী-১ সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প
আহিরণ ॥ মুর্শিদাবাদ

আশিক হত্যায় এখন পর্যন্ত চারজন গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পতাকা বিড়ি কর্মচারী ইউনিয়নের মুখ্য উপদেষ্টা ও নয়া তালাসী পত্রিকার সম্পাদক আইনজীবী আশিক হোসেনের খুনের কিনারা খুঁজতে পুলিশ প্রথমে শামসেরগঞ্জ থানার সেরপুর গ্রামের তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে এসে পরে তাদের গ্রেপ্তার করে। দ্বিতীয় দফায় বাসুদেবপুর গ্রামের সাফুদ্দিন সেখ নামে আরো একজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

আদালত ভবনে এজলাস চলছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

ফার্স্ট মুন্সেফের অফিস অন্যত্র সরে গেলেও ঝুঁকি নিয়ে এজলাস যথারীতি সেখানেই চলছে। খবরে প্রকাশ, বহুদিন আদালত ভবনের কোন সংস্কারতো হয়ইনি উপরন্তু মাঝে মধ্যে ঠিকাদার দিয়ে যেসব নতুন বিল্ডিং তৈরী হয়েছিল সেগুলোর প্লাস্টার খসে, মেঝের সিমেন্ট উঠে সঙ্গীন অবস্থা। এছাড়া মহকুমা আদালত চত্বরে কোন বিশ্রামাগার, শৌচাগার আজ পর্যন্ত তৈরী না হওয়ায় রোদে-বৃষ্টিতে সাধারণ মানুষের চরম দুর্ভোগ হয়। শাসন বিভাগ থেকে প্রচুর অর্থ আদায় হলেও সরকারের এদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ নাই।

যে কোন অনুষ্ঠানে খুচরো ও পাইকারী ভালো দই ও পনির এর অর্ডার নেওয়া হয়। যোগাযোগের স্থান ঃ—

গোবিন্দ ঘোষ → আইলেরটপর ঘোষপাড়া

দত্ত টিফিন ষ্টোর্স

রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) ॥ ফোন ঃ ৬৬৪৭৬

সামসেরগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির নির্ব্বাহী আধিকারিকের করণ

রতনপুর * মুর্শিদাবাদ

টেণ্ডার বিজ্ঞপ্তি

সামসেরগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির নির্ব্বাহী আধিকারিক নিম্নলিখিত এন, আই, টি-র জন্য দরপত্র আহ্বান করছে। স্বীকৃত ঠিকাদারগণ আবেদন করতে পারবেন।

এন, আই, টি নং	দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ	দরপত্র বিক্রয়ের তারিখ	দরপত্র জমা দেওয়ার তাং
৪/২০০২-২০০৩	৫/৭/২০০২	১০/৭/২০০২	১৬/৭/২০০২
৫/২০০২-২০০৩	৫/৭/২০০২	১০/৭/২০০২	১৬/৭/২০০২
৬/২০০২-২০০৩	৫/৭/২০০২	১০/৭/২০০২	১৬/৭/২০০২

বিস্তারিত বিবরণের জন্য সামসেরগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতি অফিসে যোগাযোগ করুন।

নির্ব্বাহী আধিকারিক
সামসেরগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতি
রতনপুর ঃঃ মুর্শিদাবাদ

মেমো নং—৫৪৭ তারিখ—২৮-৬-২০০২

তিনজনের মর্মান্তিক মৃত্যু (১ম পৃষ্ঠার পর)

এতগুলো মানুষ প্রাণের তাগিদে টাটীর দেওয়াল ফাঁক করে বার হবার চেষ্টা করে। রাজেমার মা মাজরা বিবি ও মন্টু সেখ অক্ষত অবস্থায় বার হয়ে আসেন। বাকী সবাইকে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় ২৮ জুন জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হলে ঐ দিনই রাজেমা বিবি, ফিরোজ ও রুবিনা মারা যান। রোজিনা ও মমতাজের অবস্থা আশংকাজনক। রাজেমার মা মাজরা বিবি আক্ষেপের সঙ্গে আমাদের সংবাদদাতাকে জানান—আমার মেয়ের সতীনের ছেলে রাজেকুল রাজেমার নামে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ৬০ হাজার টাকা অন্যকে রাজেমা বিবি পরিচয় দিয়ে তিন তিনবার তুলতে গিয়ে ব্যর্থ হয়। ঐ আক্রোশে সে-ই ঘরে আগুন লাগিয়ে সবাইকে পুড়িয়ে মারলো। সংবাদ লেখা পর্যন্ত গ্রেপ্তারের কোন খবর নাই।

হাতাহাতিতে আবার সভা ভণ্ডুল (১ম পৃষ্ঠার পর)

সদস্যদের হাতাহাতিতে ভন্ডুল হয়ে গেল। প্রত্যেক সভাতেই বিশেষ পুলিশী ব্যবস্থা রেখেও অশান্তি এড়ানো যায়নি। গত ২৭ জুন আনটায়েড ফান্ড এ্যানেক্সচার পাশসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পঞ্চায়েতে যে সভা বসে তাও ভন্ডুল হয়ে গেল। সভায় কংগ্রেস জোটের ১১ সদস্য এবং সিপিএমের ১০ ছাড়াও তৃণমূল কংগ্রেসের ফারুক মিঞার সমর্থনে সি পি এম জোট ১১ সদস্যের সভা বসে। সিপিএম দাবী করে গ্রাম সংসদ গঠন না করে পঞ্চায়েতে কোন এ্যানেক্সচার পাশ করা সংবিধান বিরোধী। এই নিয়ে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে প্রায় ঘন্টা পাঁচেক বচসা থেকে হাতাহাতির পর পুলিশ ডাকতে হয়। সিপিএমের দলনেতা কংগ্রেস জোটের বিরুদ্ধে থানায় এফ আই আর করেন। খবর পেয়ে মহকুমা শাসক, বিডিও, থানার ওসি এলে সভা বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়। এইভাবে দীর্ঘদিন ধরে পঞ্চায়েতে ডামাডোলের জন্য এলাকার গ্রামবাসীদের হয়রানির শেষ নাই। বর্তমানে যে কোন সভা পুলিশ ছাড়া ডাকা যাচ্ছে না।

১ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা লুঠ (১ম পৃষ্ঠার পর)

থানার চকসাপুর এলাকায় বাস থেকে নেমে পড়ে। এই ঘটনায় কাঁকুড়িয়ার ফারুক সেখ এবং ফরাক্কার সেখ জালাল ও অধীর মন্ডলকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

সকলকে সাদরে আমন্ত্রণ জানাই—

মির্জাপুরের একমাত্র ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান

বাঘিড়া সরমা এণ্ড সন্স

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের প্রতিষ্ঠানে আসুন। এখানে উৎকৃষ্ট মানের মুর্শিদাবাদ প্রিন্ট শাড়ী, গরদ, কোরিয়াল, জাকার্ড, জামদানী, তসর, কাঁথাষ্টিচ সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। এ ছাড়া শান্তিপুর, ফুলিয়া নবদ্বীপের তাঁতের শাড়ী ও মাদ্রাজের লুঙ্গিও পাওয়া যায়।

গ্রাম মির্জাপুর, পোঃ গনকর, জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন ঃ এসটিডি ০৩৪৮৩/৬২০৬০

প্রোঃ উত্তম বাঘিড়া ও লক্ষ্মী বাঘিড়া

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।